সত্যমেব জয়তে

মজারু

প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ২০১৩ থেকে প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণি চালু হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী এই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে 'বিহান' ও 'কুটুম-কাটাম'-এর সঙ্গে 'মজারু' নামের কর্মপত্রের সংকলনটি সংযোজিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০১১-এর সুপারিশ এবং পরবর্তীকালের পরিকল্পনা অনুসারে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিখন সহায়ক এই কর্মপত্রের সংকলনটি প্রস্তুত করেছে।

বাংলায় শিশুশিক্ষার স্মরণীয় পথিকৃৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার(১৮১৭—১৮৫৮)-এর দ্বিশতজন্মবর্ষে 'মজারু' বইটি তাঁর প্রতি এক বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'মজারু'-র যথাযথ ব্যবহার, প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে আনন্দময় ও কর্মভিত্তিক শিখনকে সুনিশ্চিত করবে, এটাই প্রত্যাশিত। এই বইটির সামগ্রিক বিন্যাস ও উৎকর্ষসাধনে সকলের গঠনমূলক পরামর্শ কামনা করি।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্ কথন

২০১১ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিদ্যালয় পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠিত হয়। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির পর্যালোচনা এবং পুনর্বিন্যাস করা। 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি তৈরি হয়েছে। আমরা এই কাজ করার ক্ষেত্রে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা— ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯— নথিদুটিকে ভিত্তি হিসেবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি।

শিক্ষার্থীর কাছে শিখন যাতে 'আনন্দময়', 'আতঙ্কহীন' এবং দলগত কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক হয়; তার প্রয়াস আমরা সর্বস্তরেই করেছি। এই উদ্দেশ্যকে প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে আরও ফলপ্রসূ এবং বাস্তবসম্মত করে তুলতে, 'বিহান' ও 'কুটুম-কাটাম'-এর সঙ্গে 'মজারু' নামের কর্মপত্রের সংকলনটির সংযোজন করা হলো। 'মজারু'-র পরিকল্পনা ও রূপায়ণে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ, শিখন সহায়ক সংস্থা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞরা যুক্ত থাকায় অল্পসময়ের মধ্যেই এই কর্মপত্রের সংকলনটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। এই কর্মকাণ্ডে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। তাঁদেরও জানাই কৃতজ্ঞতা। এখানে বলা প্রয়োজন 'মজারু'-র মতো সমন্বিত ও শুধু ছবিনির্ভর কর্মপত্র-সংকলন ভারতে তো বটেই, বিশ্বেও প্রায় নজিরবিহীন। এই বইয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আমাদের নিবেদন, বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য তাঁদের মতামত এবং পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি), অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি), অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

দেবব্রত মজুমদার ড. সন্দীপ রায় তপসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ঋত্বিক মল্লিক
সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা ড. পুর্ণেন্দু চ্যাটার্জী
রাতুল কুমার গুহ দ্বীপেন বসু রুদ্রনীল ঘোষ ইলোরা ঘোষ মির্জা
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত নীলাঞ্জন দাস

সহযোগিতা

শমীক কুমার পাল তমালি দাস মৌসুমী রায় অরূপ কুমার মণ্ডল
অনুব্রত মহাপাত্র জয়দেব কুমার মণ্ডল নীলকমল মাইতি মনীষা ভট্টাচার্য
শুচিব্রত গুপ্ত মনীশ দাস সাবিনা নস্কর লোহারা দেবারতি ভট্টাচার্য
সুমিতা চক্রবর্তী রাজীব রায়

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

অমৃতা সেনগুপ্ত (এডুকেশন স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ)

সূচিপত্র

শিশুর জগৎ ১
খরগোশ ও কচ্ছপের গল্প ২-৩
রঙের খেলা ৪-৮
দুটি রং মিশিয়ে নতুন রং তৈরি ৯
কাকের জলপান ১০-১১
বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি ১২-১৮
মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ১৯
পঞ্চ ইন্দ্রিয় ২০-২১
নানারকম আকার ২২
পথ খোঁজা ২৩
বিন্দু জুড়ে ছবি তৈরি ২৪
স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ২৫-২৬
ঘরের খেলা ও বাইরের খেলা ২৭
জীব ও জড় ২৮
মিল ও অমিল ২৯-৩০
নানারকম খাবার ৩১
বনের পশুপাখি ৩২
গাছপালা, ফুল ও ফল ৩৩-৩৯
বাজনা চেনা ৪০
মিল ও অমিল ৪১
পথ চেনা ৪২
মিল খোঁজা ৪৩-৪৫
পশুপাখির জগৎ ৪৬-৪৭
দিন ও রাত ৪৮-৪৯
মজার খেলা ৫০
ছোটো থেকে বড়ো হওয়া ৫১
পথের খোঁজে ৫২

ছবি আঁকা ও রং করা ৫৩
চিনতে শেখা ৫৪-৫৬
অংশ এঁকে ছবি তৈরি ৫৭
বাসা-বাড়ি ৫৮-৬০
পথ খোঁজা ৬১
ছবি দেখে গল্প বলা ৬২-৬৩
বলাবলি ৬৪-৬৭
হিসেব কষা ৬৮-৭৭
সংখ্যা জুড়ে ছবি তৈরি ৭৮
ছবিতে সংখ্যা চেনা ৭৯
গল্প বলা ৮০
সু-অভ্যাস ৮১-৮২
মিল খোঁজা ৮৩
ছবি দেখে বিপরীত চেনা ৮৪
যোগ-বিয়োগ ৮৫
কীসের থেকে কী পাই ৮৬
ঠিক-ভুল ৮৭
কোনটি কোথায় ৮৮
গুণ-ভাগ ৮৯
হরেকরকম যানবাহন ৯০
কোনটি আলাদা ৯১-৯২
মিল অমিল খোঁজা ৯৩
বিন্দু জুড়ে ছবি তৈরি ৯৪
নানা ঋতু ৯৫
বাজনা যেভাবে বাজাই ৯৬
যাঁর যা কাজে লাগে ৯৭
পালনীয় দিবস ৯৮
আঁকাজোকা আর গুনে দেখা ৯৯
মেলার কথা ১০০

শিখন পরামর্শ : উপরের ছবিটিতে শিক্ষার্থী কী কী দেখতে পাচ্ছে তা বলবে। এর থেকে শিক্ষিকা/শিক্ষক তার চারপাশের পরিবেশের ধারণা দেবেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের, বিদ্যালয়ের এবং বাড়ির পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করবে।

শিখন পরামর্শ : ২ এবং ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ছবিগুলি ক্রমান্বয়ে সাজালে একটি গল্প তৈরি হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ছবি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীরা দুটি পাতায় বিন্যস্ত ছবিগুলি দেখে ধাপে ধাপে গল্পটি বোঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক গল্পটি থেকে জীবনে কী শিক্ষালাভ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষিকা/শিক্ষক ছবিতে বলা এই গল্পটির উপর নানাধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীরা সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

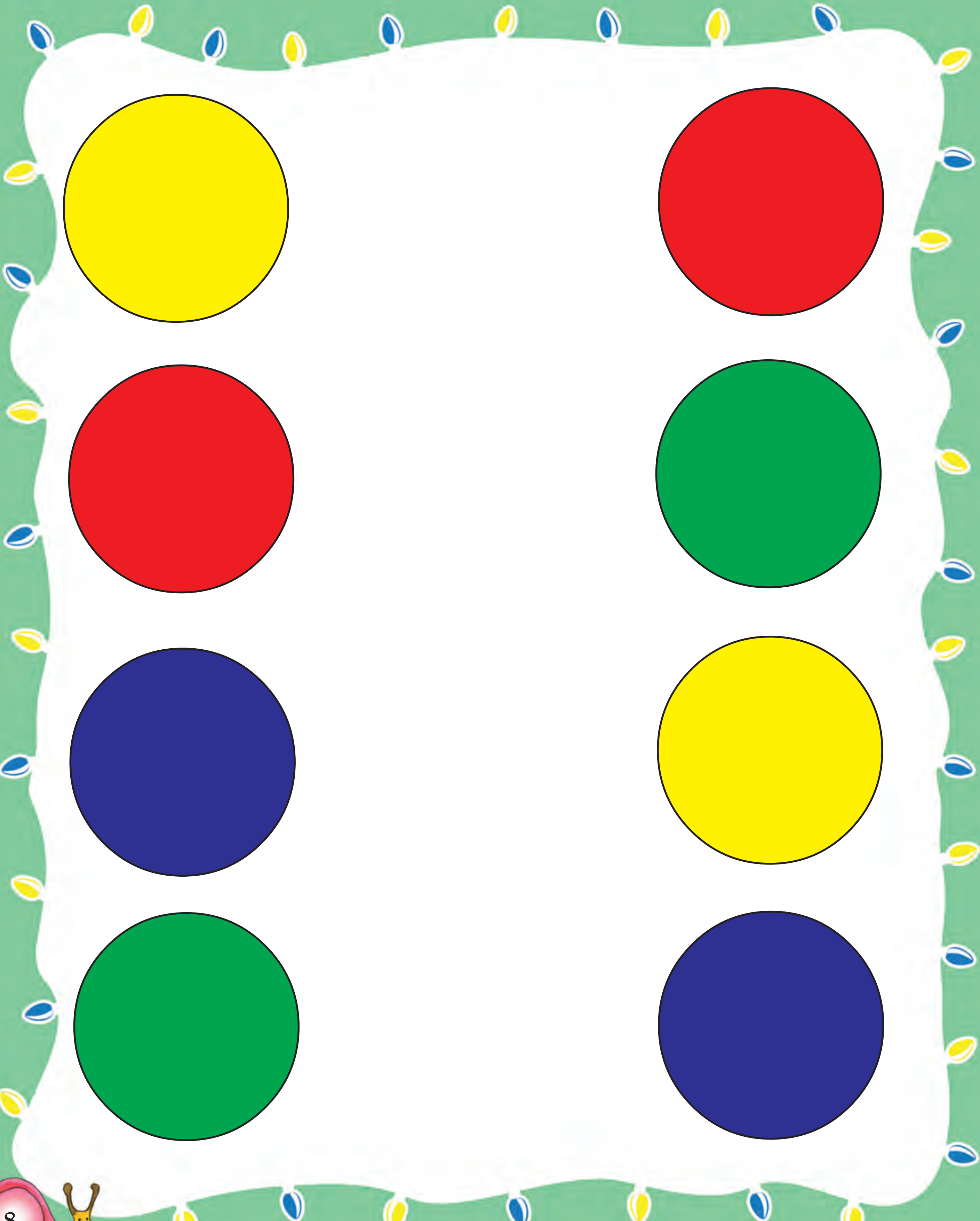

শিখন পরামর্শ : এই কর্মপত্রটি একই ধরেনর রং মেলানোর খেলা। বাম ও ডানদিকে থাকা একই রংগুলিকে শিক্ষার্থীরা দাগ দিয়ে মেলাবে। এরপর শিক্ষিকা/শিক্ষক উপরের বিভিন্ন রং-এর নামের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করাবেন। এই রং-এর কোন কোন জিনিস শিক্ষার্থীরা দেখেছে তাদের নাম বলবে। এরকম আরও কর্মপত্র তৈরি করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

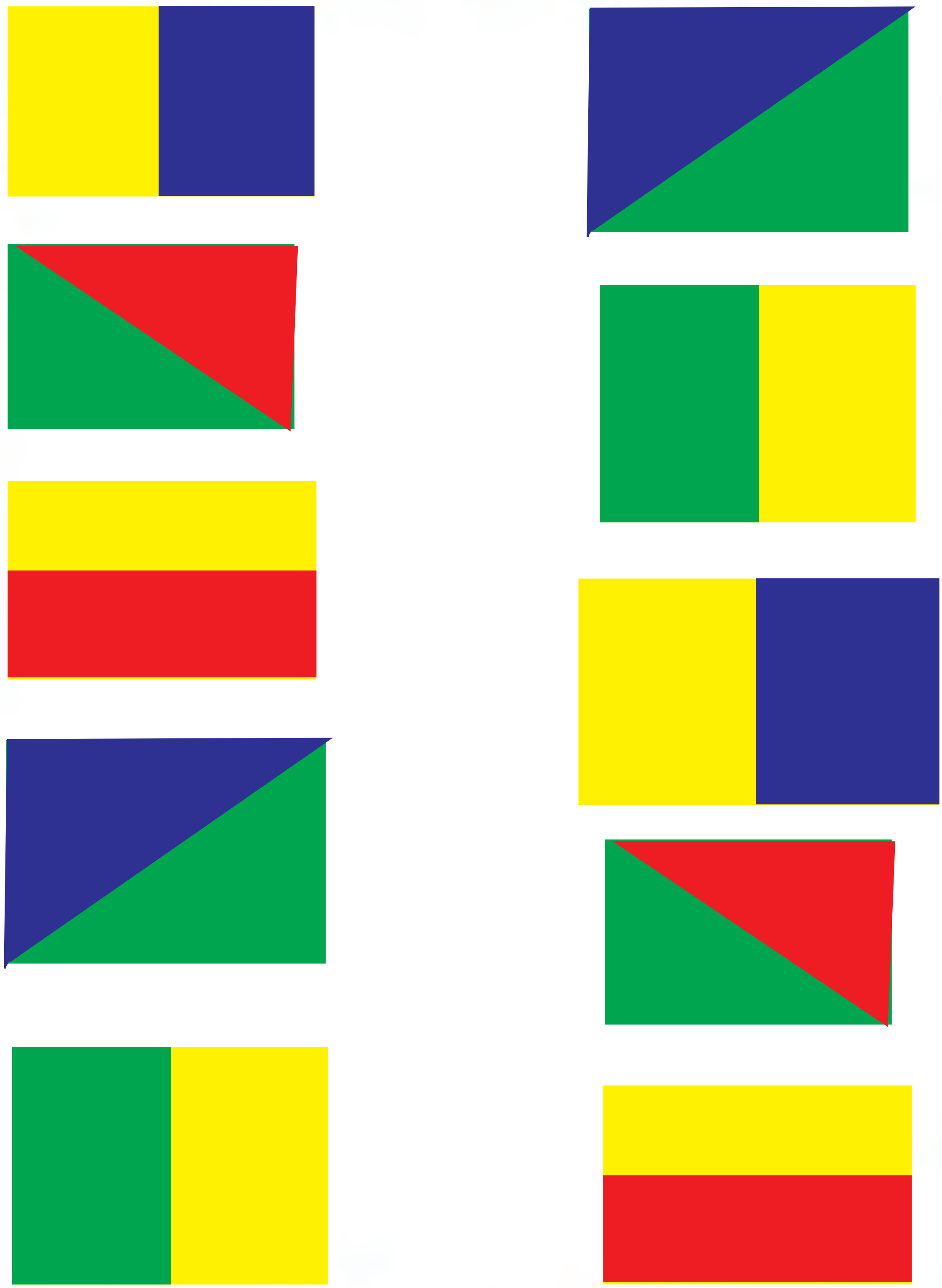

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বাম ও ডানদিক দাগ দিয়ে মেলাবে। কোনটিতে কোন কোন রং আছে তা বলবে। এ ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিহান বইয়ের ৭৬ পাতার *‘লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে’* এই গানটির শ্রেণিকক্ষে চর্চা হবে।

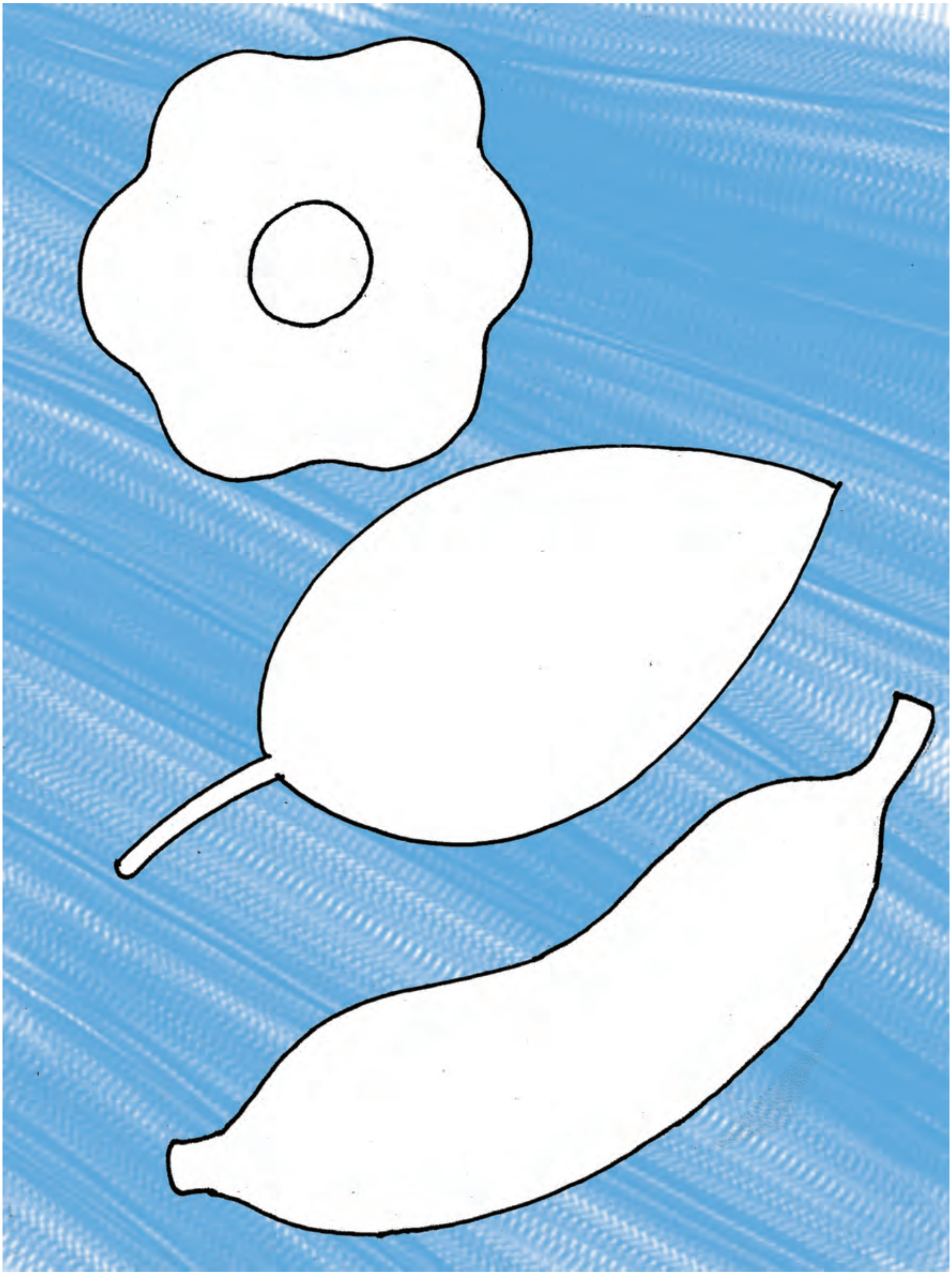

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কোনটি কীসের ছবি এবং সেগুলি কোথায় দেখেছে, তা বলবে এবং খুশিমতো রং করবে। এরকম ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

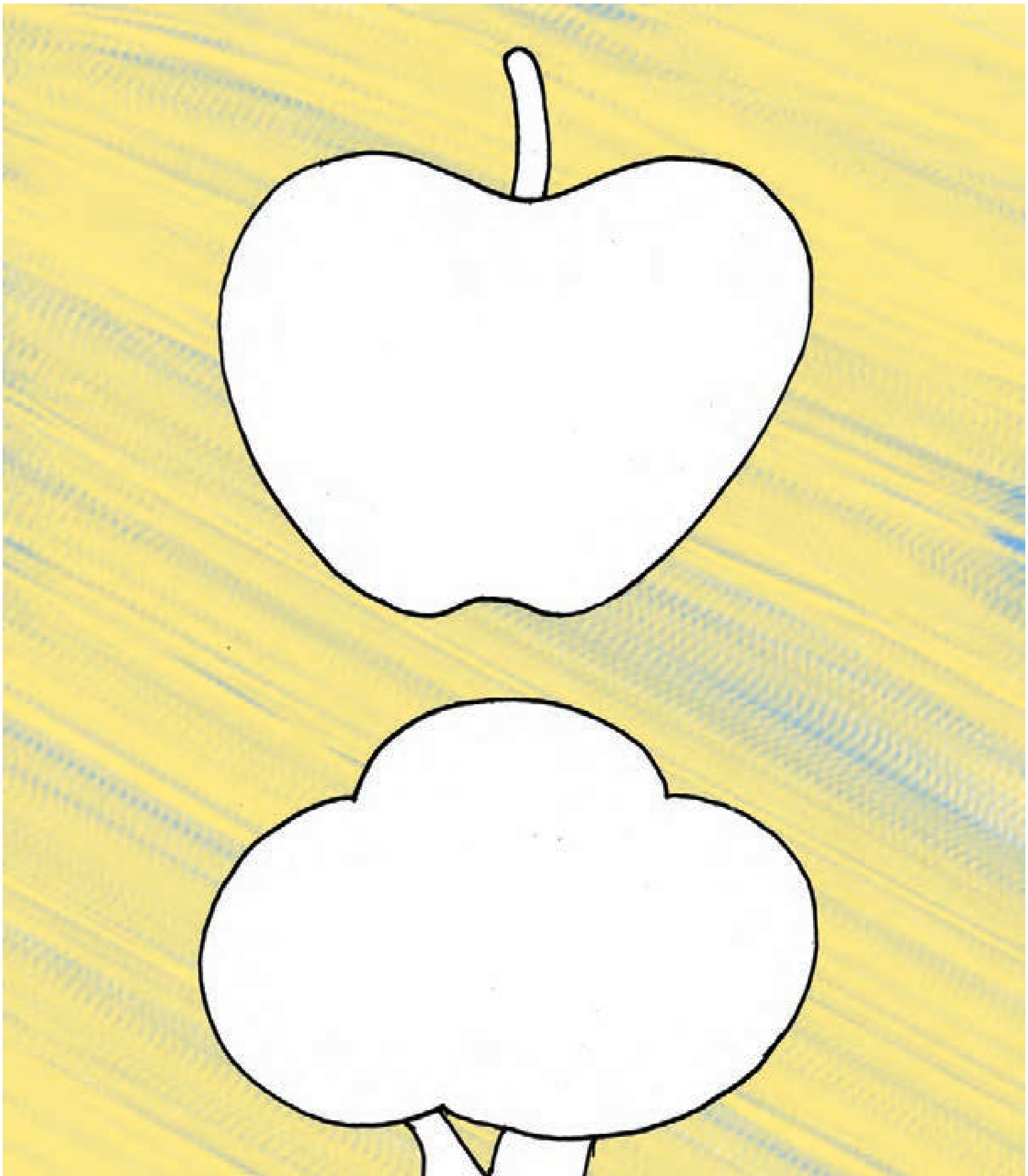

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কোনটি কীসের ছবি এবং সেগুলি তারা কোথায় দেখেছে বলবে ও রং করবে। এরকম ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

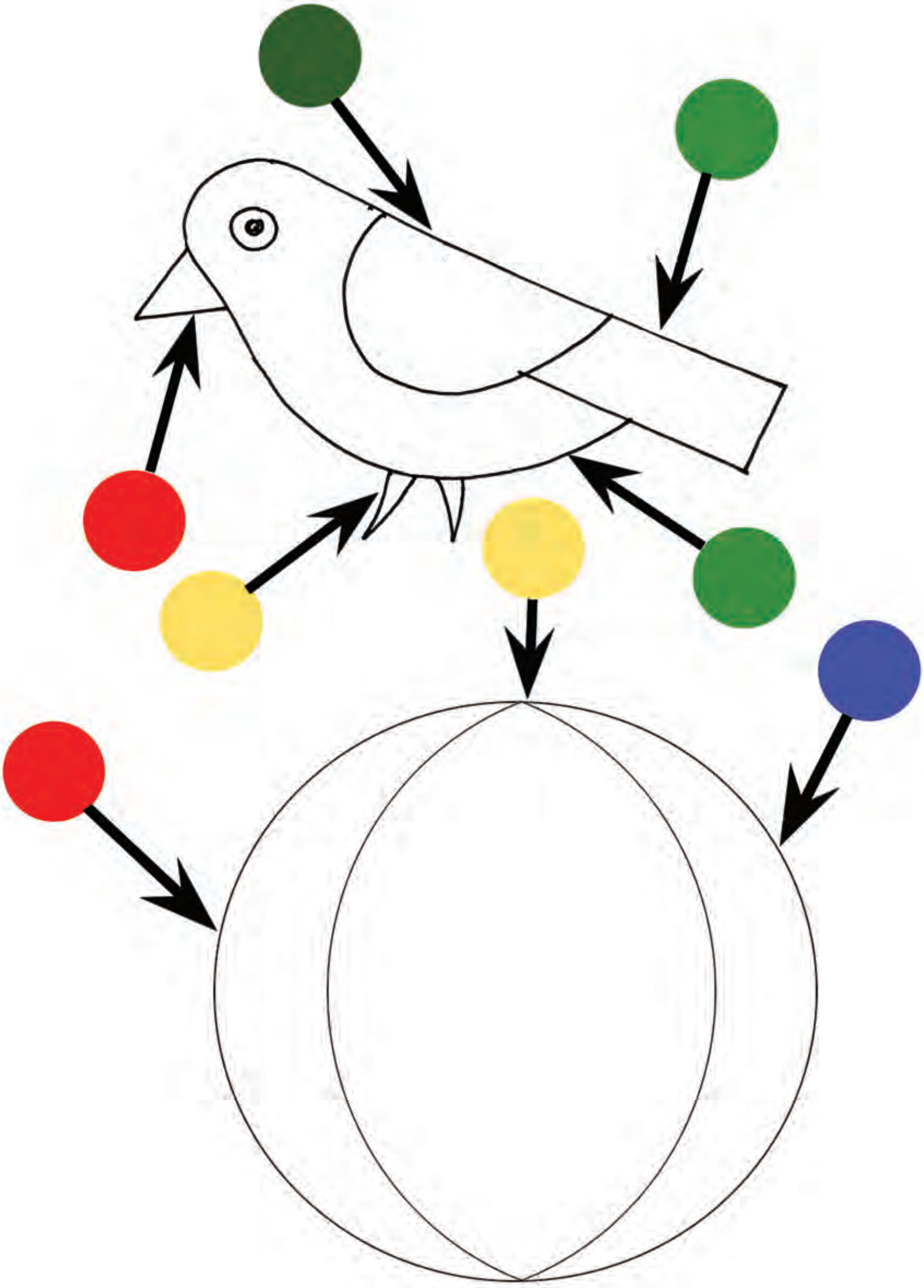

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের পাতায় দেওয়া ছবিদুটির কী নাম তা বলবে। ছবিদুটিতে নির্দেশ অনুযায়ী রং করবে। এরকম ধরনের অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

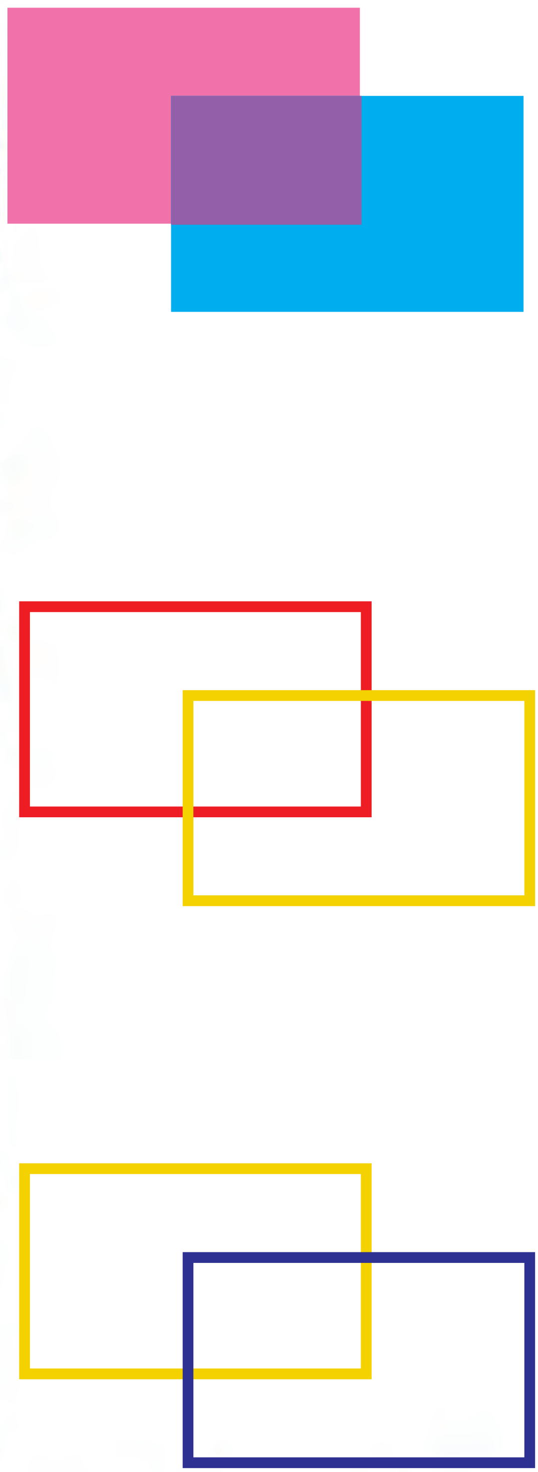

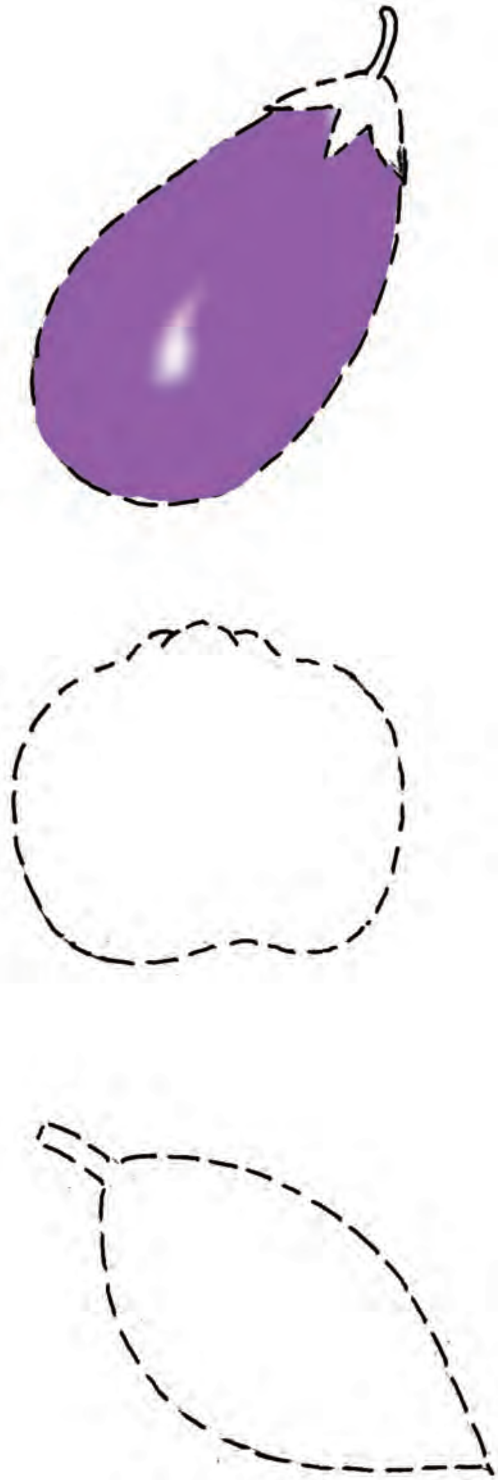

শিখন পরামর্শ : শিশুরা নির্দিষ্ট রং দিয়ে চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলি ভরাট করবে (যেমন: নীল রং চিহ্নিত জায়গাটি নীল রং দিয়ে ভরতে হবে)। দুটি রং মিশে গিয়ে যে নতুন রংটি তৈরি হবে তার নাম জানবে। এই রং তারা কোথায় দেখেছে বলবে। নতুন রংটি দিয়ে পাশের ছবিগুলো রং করবে। এরকম ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন পরামর্শ : ১০ এবং ১১ নম্বর পৃষ্ঠার ছবিগুলি ক্রমান্বয়ে সাজালে একটি গল্প তৈরি হয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ছবি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীরা দুটি পাতায় বিন্যস্ত ছবিগুলি দেখে ধাপে ধাপে গল্পটি বোঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক গল্পটি থেকে কী শিক্ষালাভ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষিকা/শিক্ষক ছবিতে বলা গল্পটির উপর নানাধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন। শিক্ষার্থীরা সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বামদিকের বস্তুগুলিকে চিনে তাদের নাম বলবে। তারপর বামদিকের বস্তুগুলির আকৃতি দেখে, মিলযুক্ত ডানদিকের আকৃতিগুলি বোঝার চেষ্টা করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক আকারগুলিকে আঁকতে সাহায্য করবেন ।

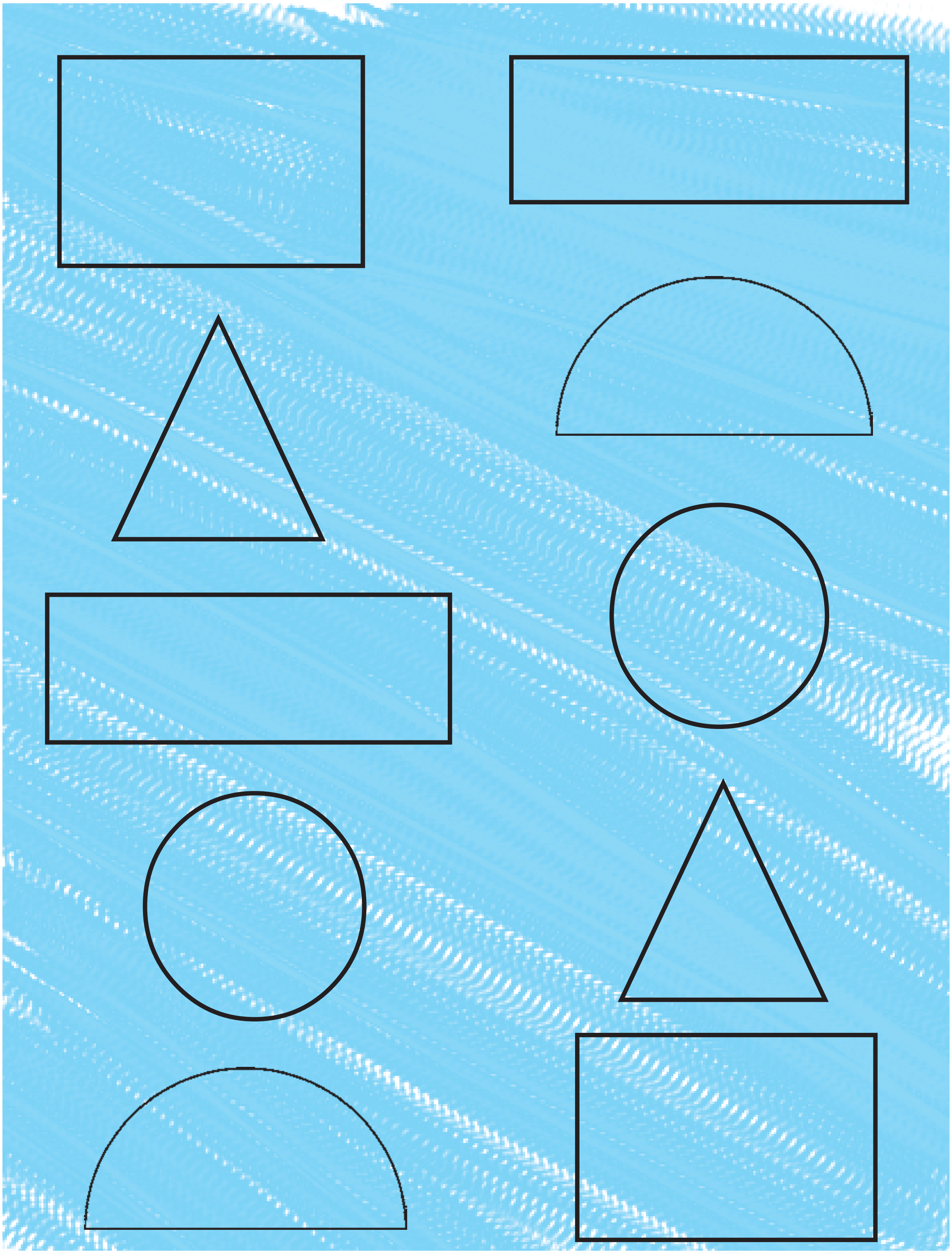

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ডান ও বামদিকের একই আকৃতির ছবি দেখে দাগ দিয়ে মেলাবে।

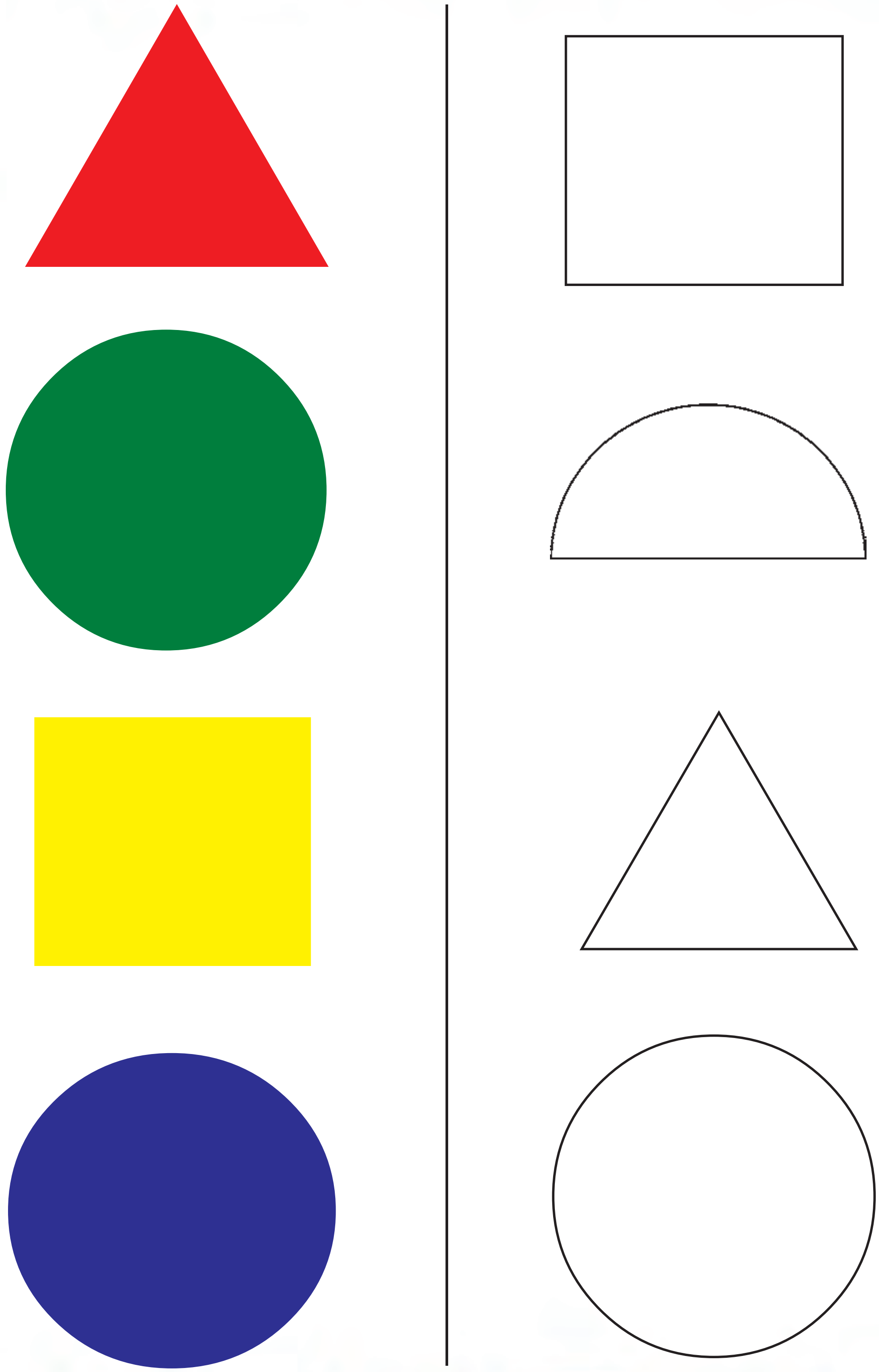

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ডান ও বামদিকের একই আকৃতির ছবি দেখে দাগ টেনে মেলাবে। মেলানোর পর বাম দিকের আকৃতিগুলির রং অনুযায়ী বাম দিকের আকৃতিগুলিতে রং করবে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বিন্দুগুলি যোগ করে উপরের আকৃতিগুলি সম্পূর্ণ রূপ দেবে। এরপর ওই আকৃতিগুলি বিভিন্ন রং দিয়ে ভরাট করবে। এরকম ধরনের অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

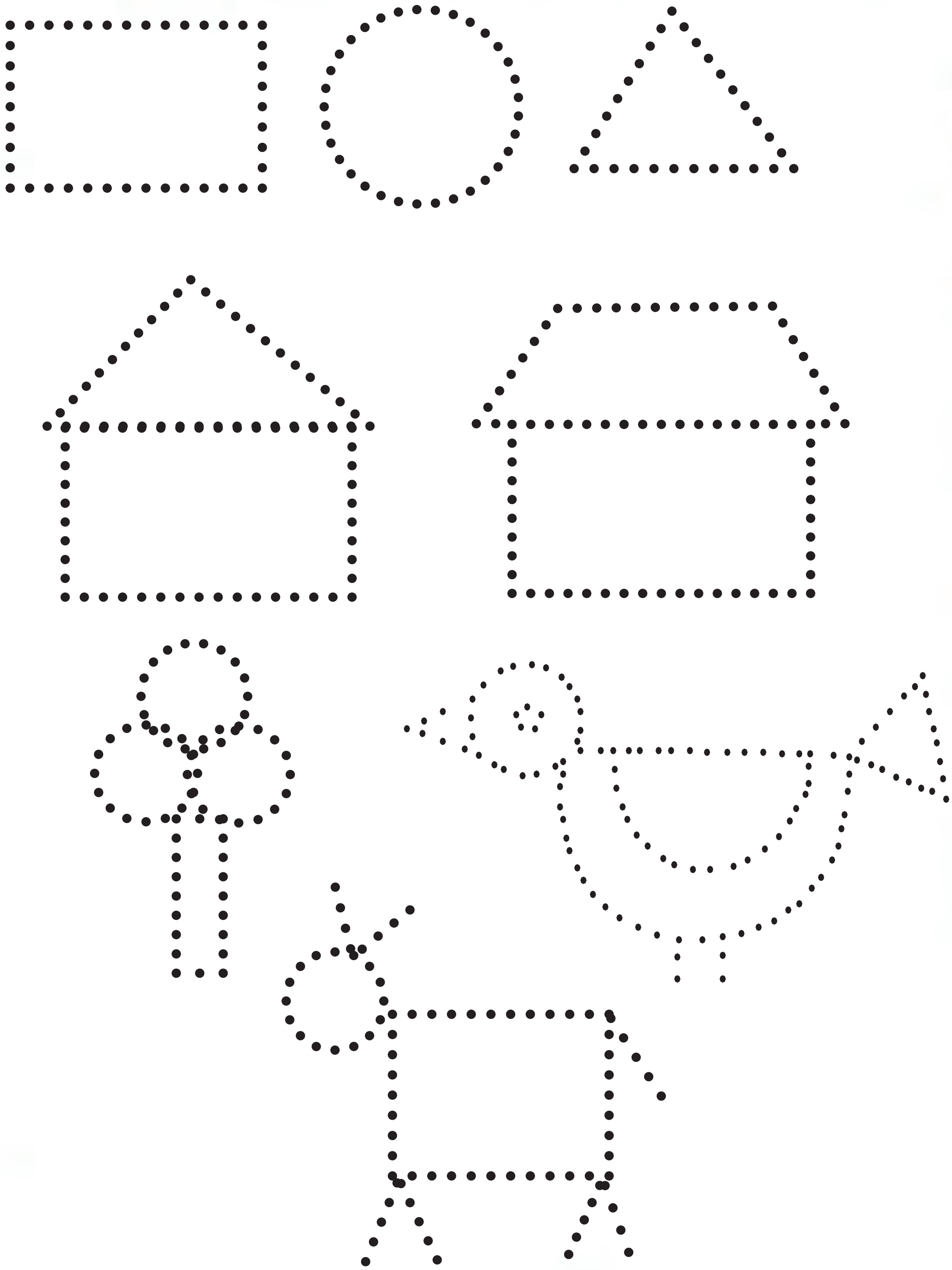

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বিন্দুগুলি যোগ করে উপরের ছবিগুলি সম্পূর্ণ করবে। তারপর ছবিগুলি কোনটি কীসের ছবি হলো তার নাম বলবে। এবার নিজেদের পছন্দমতো রং দিয়ে ছবিগুলি ভরাট করবে। এরকম ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

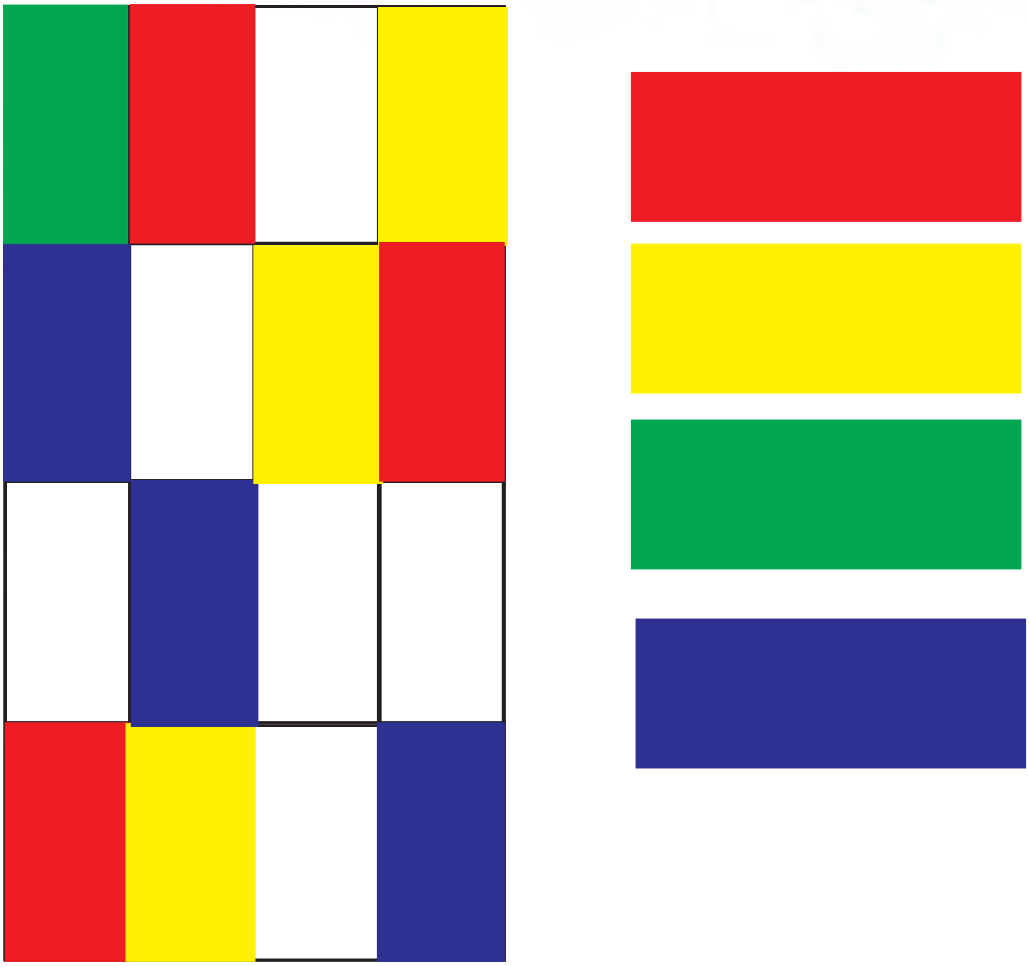

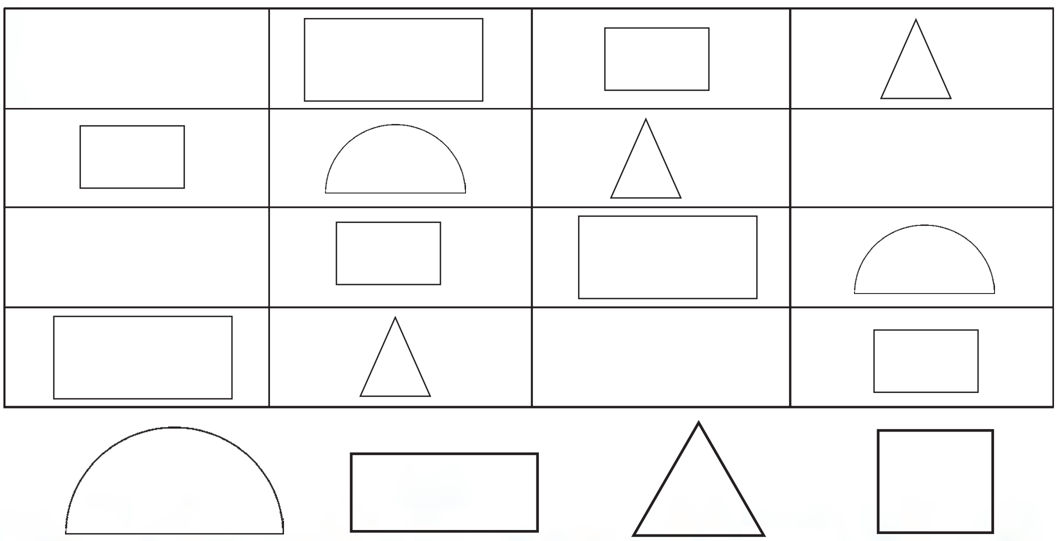

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের বামদিকের খোপগুলির সারিতে যে রংটি নেই, পাশের খোপ থেকে সেই রংটি নিয়ে ভরাট করবে। এইভাবে নীচের খোপগুলির সারিতে যে আকৃতিটি নেই, সেটি নীচের আকৃতিগুলি থেকে খুঁজে নিয়ে উপযুক্ত জায়গায় বসাবে। এক্ষেত্রে শিক্ষিকা/ শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন।

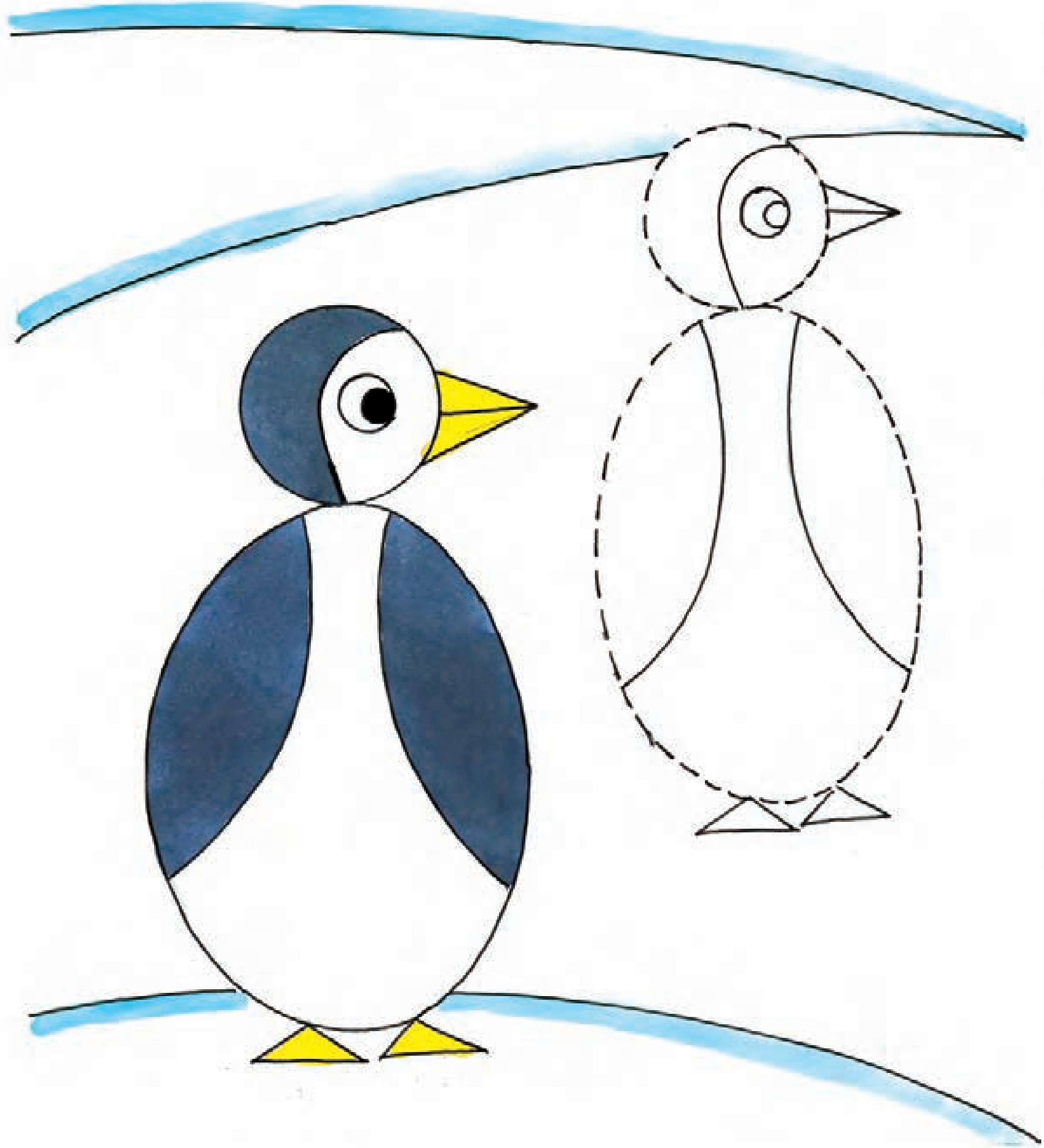

শিখন পরামর্শ : বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে গঠিত পাখিটির ছবির উপর শিক্ষার্থীরা পেন্সিল বোলাবে। বিন্দুগুলি যোগ করে পাশের ছবিটি আঁকবে ও রং করবে। বিভিন্ন আকৃতি যোগ করে আর কোন কোন ছবি তৈরি করা যেতে পারে, তা শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে করে দেখাবেন।

শিখন পরামর্শ : মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে (যেমন, হাত- পা-আঙুল- নখ-ত্বক-দাঁত-মুখ-চোখ-চুল-গলা-কনুই- কব্জি-হাঁটু) শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটাবেন। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়, শিক্ষিকা/শিক্ষক সে সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবেন। **শ্রেণিকক্ষে 'বিহান' বইয়ের English rhyme 3 (৯৮ পাতা) টি action সহকারে চর্চা করা হবে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিটি লক্ষ করবে। ছবিটিতে কে, কী করছে তা বলবে (যেমন: কেউ গন্ধ শুঁকছে, কেউ স্বাদ গ্রহণ করছে, কেউ গান শুনছে ইত্যাদি)। শিক্ষার্থীরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নামের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং ইন্দ্রিয়গুলি কী কী কাজে ব্যবহৃত হয়, তা শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে দলে আলোচনা করবে। এ প্রসঙ্গে শ্রেণিকক্ষে সুকুমার রায়ের 'গন্ধ বিচার' ছড়াটি আবৃত্তি করানো হবে।

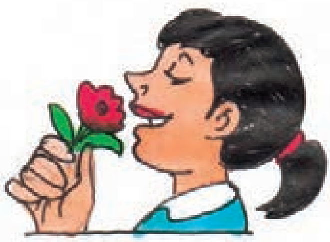

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলি ভালোভাবে লক্ষ করবে। কোন ছবিতে কী কাজ করা হচ্ছে তা বলবে। কোন কাজটিতে চোখ, কোন কাজটিতে নাক, কোন কাজটিতে ত্বক, কোন কাজটিতে জিভ ও কোন কাজটিতে কান ব্যবহৃত হচ্ছে তা বলবে। সেই অনুযায়ী মাঝের ছবিটির সঙ্গে ওই ছবিগুলি দাগ দিয়ে মেলাবে।

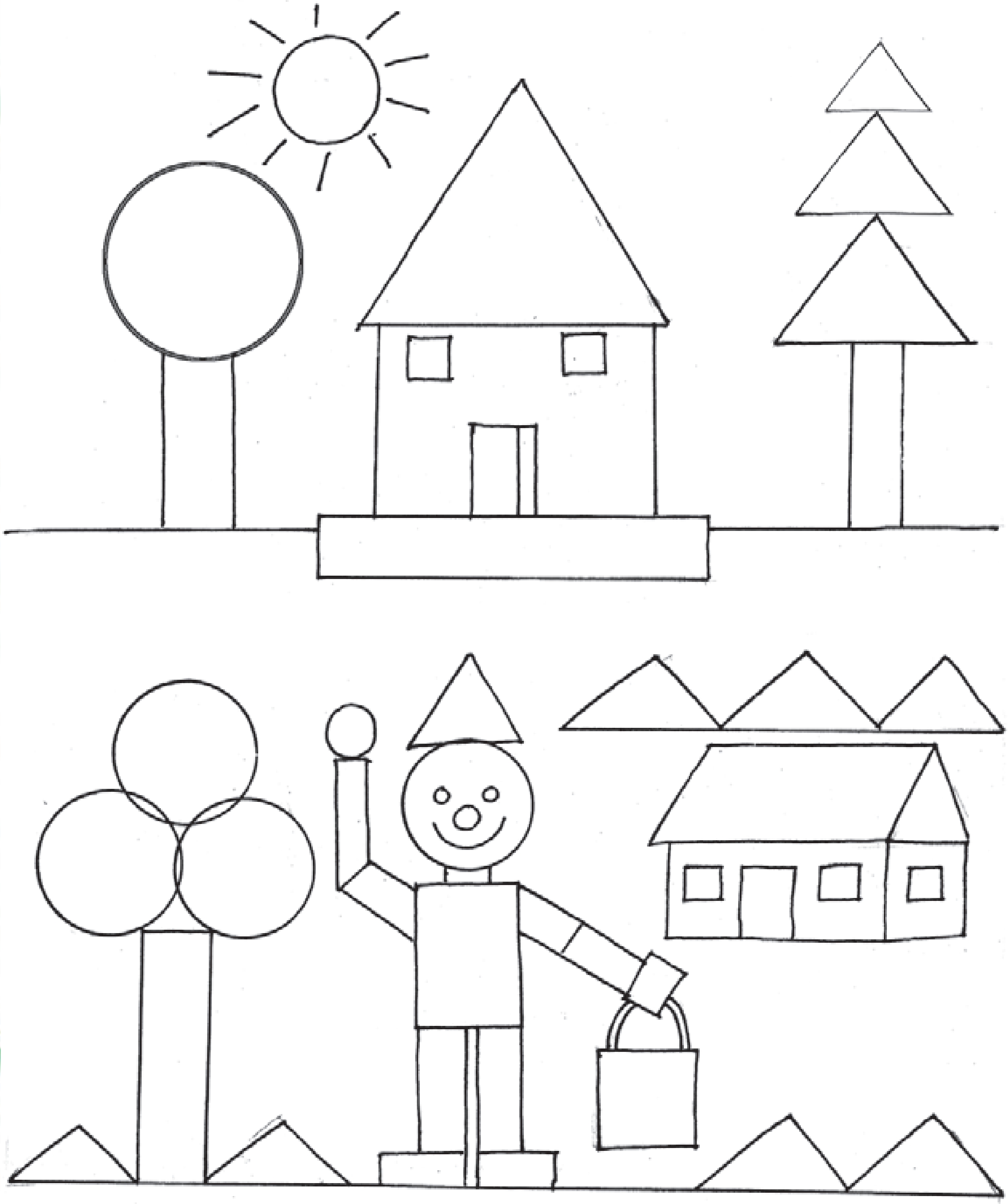

শিখন পরামর্শ :শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলিতে—গোলগুলি (✓) চিহ্ন, তিনকোনাগুলিতে(✕) চিহ্ন, আয়তকারগুলিতে (✓✓) চিহ্ন ও বর্গাকারগুলিতে (✕✕) চিহ্ন দেবে। পছন্দমতো রং ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ওই আকৃতিগুলি ভরাট করবে। এ ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

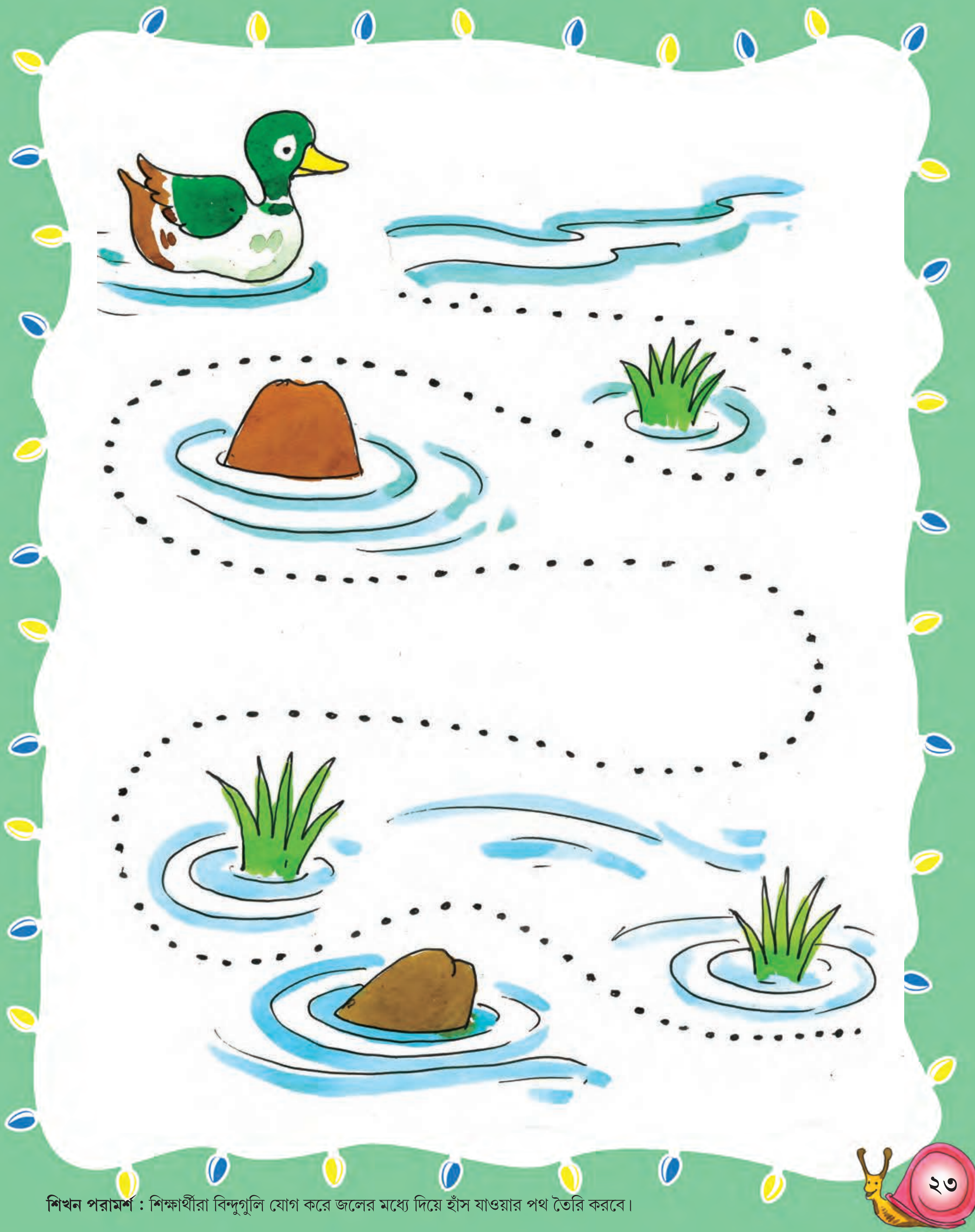

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বিন্দুগুলি যোগ করে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁস যাওয়ার পথ তৈরি করবে।

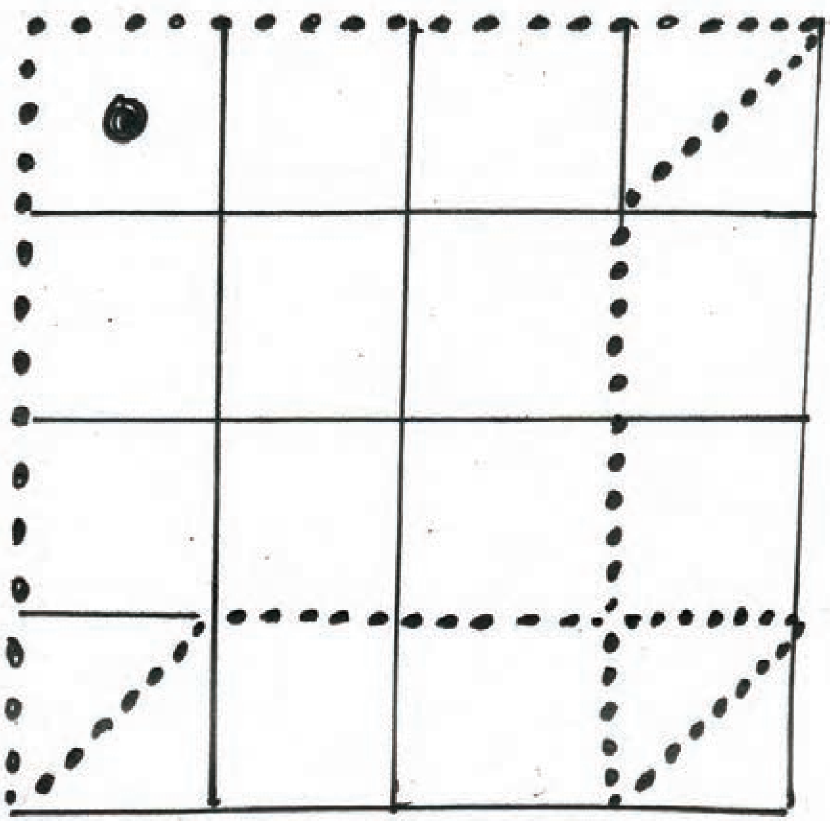

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বিন্দুগুলি যোগ করে মাছের ছবি আঁকবে। এ ধরনের আরও কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

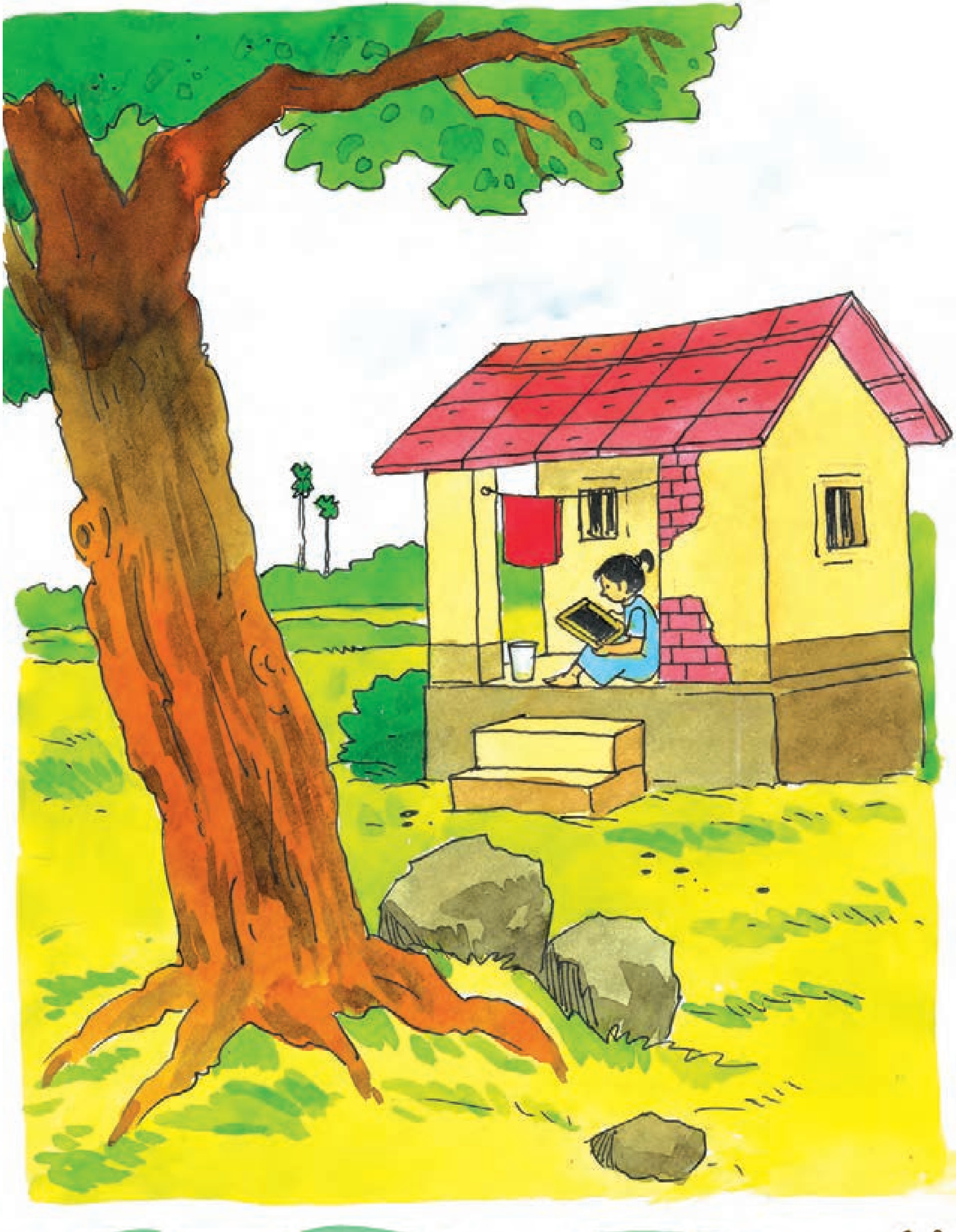

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিটি লক্ষ করবে। ছবিটিতে কী কী দেখতে পাচ্ছে তা বলবে। কোনটি খসখসে এবং কোনটি মসৃণ তা বলবে । এই কাজটি করতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হচ্ছে তা বলবে। শিক্ষার্থীরা এরকম খসখসে এবং মসৃণ বিভিন্ন বস্তুর উদাহরণ দেবে। **বিহান বইয়ে অরিগামি অংশে যেভাবে বাড়ি বানাতে বলা হয়েছে, সেই অনুসারে দলগতভাবে কাগজ দিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে বাড়ি তৈরি করবে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের কী কী ফল ও সব্জি ছবি দেখতে পাচ্ছে তা বলবে। ঐ ফল ও সব্জিগুলির উপর হাত বোলালে কোনটি খসখসে ও কোনটি মসৃণ লাগবে, তা বলবে। তাদের দেখা এরকম আরও অনেক ফল ও সব্জির নাম বলবে, যাদের উপরিভাগ খসখসে কিংবা মসৃণ ।

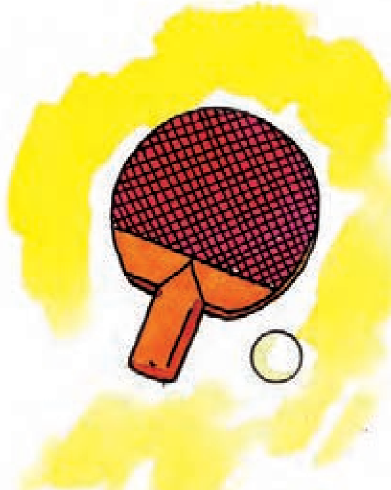

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলো দেখে, যেটি ঘরে খেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকে গোল করবে। ঘরের বাইরে ও ঘরের ভেতর খেলা যায় এমন আরও অনেক খেলার উদাহরণ শ্রেণিকক্ষে আলোচিত হবে। খেলা কেন দরকার— সেই সম্পর্কে শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবেন। **শ্রেণিকক্ষে বিহানে ১০০ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত Tongue Twisters খেলাটির চর্চা হবে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিটি লক্ষ্য করবে। ছবিতে কী কী দেখতে পাচ্ছে, তা বলবে। এরপর শিক্ষিকা/শিক্ষক জীব ও জড়ের ধারণা দেবেন। তারপর শিক্ষার্থীরা জীবের ছবির উপর (✓) চিহ্ন ও জড়ের উপর (✓✓) চিহ্ন দেবে। শিক্ষার্থীরা তাদের দেখা আরও অনেক জীব ও জড়ের উদাহরণ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। **প্রসঙ্গত শ্রেণিকক্ষে বিহানের ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত জীব ও জড় সম্পর্কিত সক্রিয়তাভিত্তিক কাজটি করানো হবে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিদুটিতে কী কী আছে তার নাম বলবে। কোনগুলি তার পরিচিত, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। এরপর উপরের ছবি দুটির মধ্যে অন্তত তিনটি অমিল খুঁজে বার করে চিহ্নিত করবে। যেমন : নীচের ছবিতে একটি পাখি নেই।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিদুটিতে কী কী আছে তার নাম বলবে। কোনগুলি তার পরিচিত, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। এরপর উপরের ছবি দুটির মধ্যে চারটি অমিল খুঁজে বার করে চিহ্নিত করবে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলিতে কোন কোন খাবার আছে তার নাম বলবে। এর মধ্যে যেগুলি খেতে পছন্দ করে তার পাশে (✓) চিহ্ন দেবে।

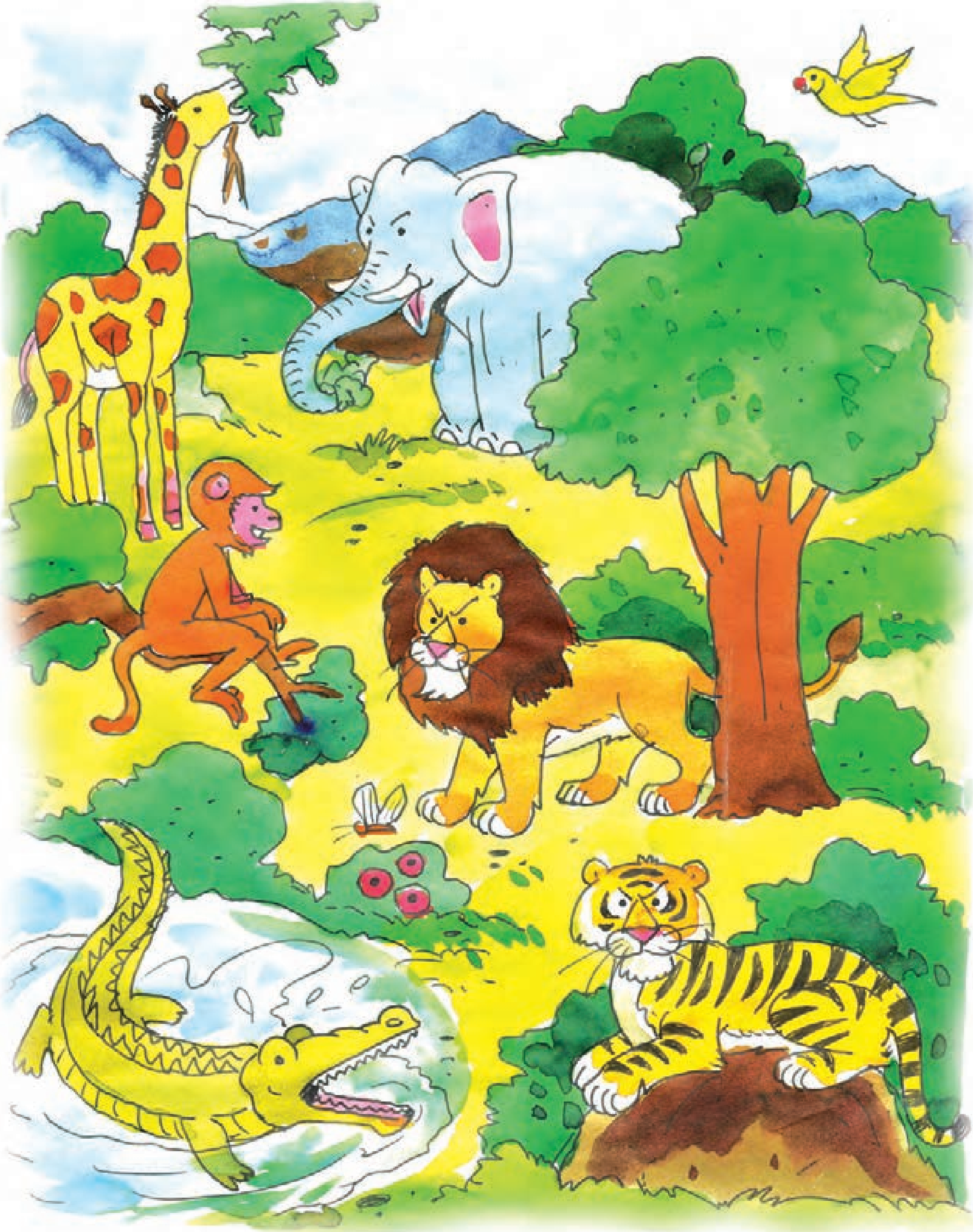

শিখন পরামর্শ : শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিতে থাকা বিভিন্ন জন্তুকে চিনবে ও তাদের নাম বলবে। কে কোথায় থাকে, কার কী গায়ের রং, কে কী খায় তা নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক আলোচনা করবেন। উপরের ছবিতে যারা একই ধরনের খাবার খায় এবং একই ধরনের জায়গায় থাকে তাদের গোল করে চিহ্নিত করবে। প্রত্যেকটি জন্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা দুটি করে বাক্য বলবে ও তাদের চলাফেরা নকল করে দেখাবে। **বিহানের ৮৬ পাতার 'যে থাকে যেখানে' ছড়াটি বলবে।**

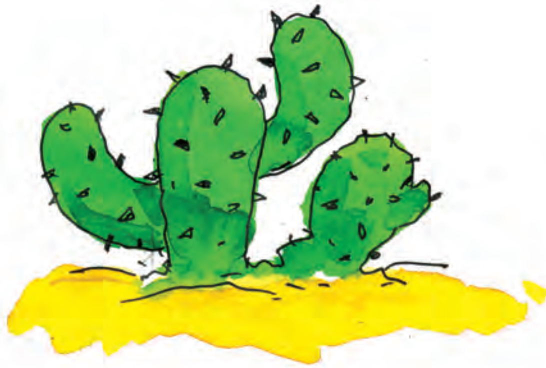

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা প্রথমে ছবি দেখে গাছগুলিকে চিনবে ও নাম বলবে। কোন গাছের ডালপালা নেই, কোন গাছের কাঁটা আছে, কোন গাছে পাতা নেই, কোন গাছে ঝুরি নেমেছে এই ধরনের নানা প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষিকা/শিক্ষক আলোচনা করবেন। তাদের বিদ্যালয় ও বাড়ির চারপাশের গাছগুলো চেনানোর চেষ্টা করাবেন। **এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৭২ পাতায় কাজী নজরুল ইসলামের *'রুমঝুম ঝুমঝুম রুমঝুম ঝুম'* গানটি শ্রেণিকক্ষে গাওয়া যেতে পারে।**

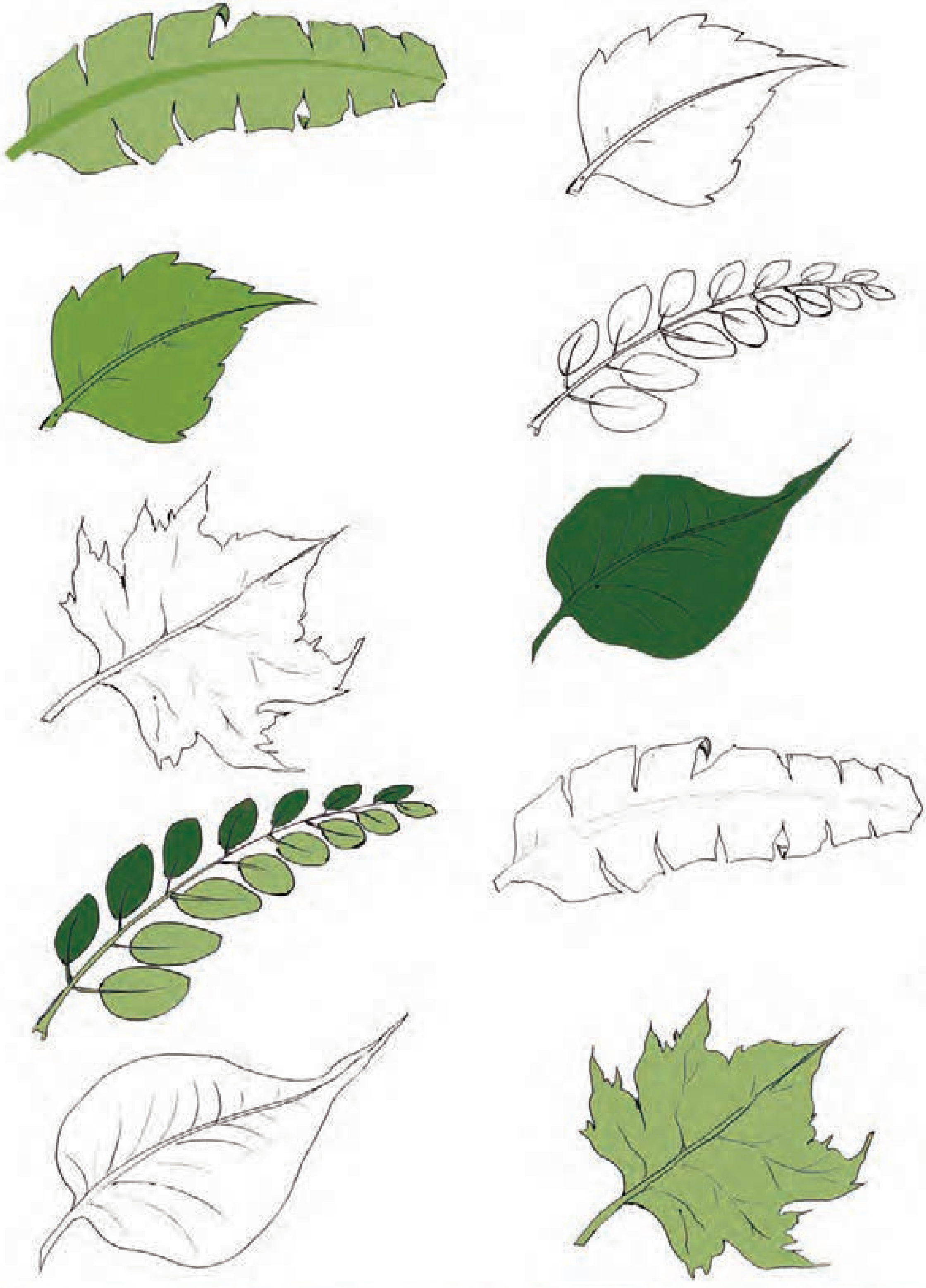

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা প্রথমে, বিভিন্ন রং করা পাতাগুলি দেখে কোনটি কোন গাছের তা শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে জানার চেষ্টা করবে ও নাম বলবে। বিভিন্ন নামের এই পাতার ছবিগুলি দেখে তাদের সম্পর্কে যা মনে হয় বলবে। তারপর বামদিকের সঙ্গে ডানদিক দাগ টেনে মেলাবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক এইভাবে চারপাশের বিভিন্ন গাছকে তাদের পাতা দেখে, চিনতে সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৭৩ পাতায় কাজী নজরুল ইসলামের *‘শুকনো পাতার নূপুর পায়ে’* গানটি শ্রেণিকক্ষে গাওয়া যেতে পারে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কোনটি কী তা চিনবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক গাছের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক অর্থাৎ কোন কোন গাছ তারা চেনে, তাদের কেমন লাগে প্রভৃতি বিষয়ে দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করাবেন। শিক্ষার্থীরা উপরের ছবির যা যা সরাসরি ব্যবহার করেছে বা করে, তার পাশে (✓) চিহ্ন দেবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক গাছ নিয়ে ছড়া ও গান করাবেন। গাছ কাটা ও গাছের চারা পোঁতার কুফল ও সুফল নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৮৬ পাতার *বড়ো সাথি গাছ* ছড়াটি আবৃত্তি করানো যেতে পারে।

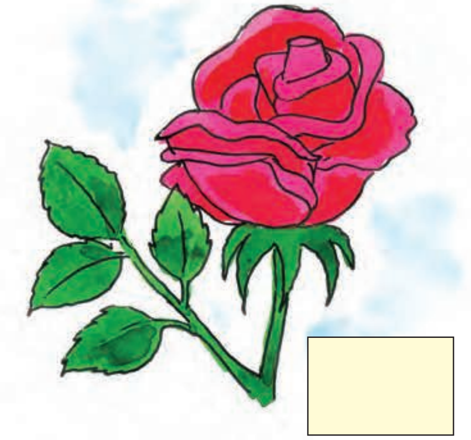

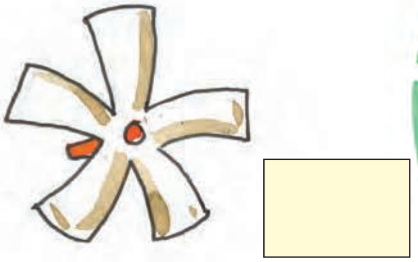

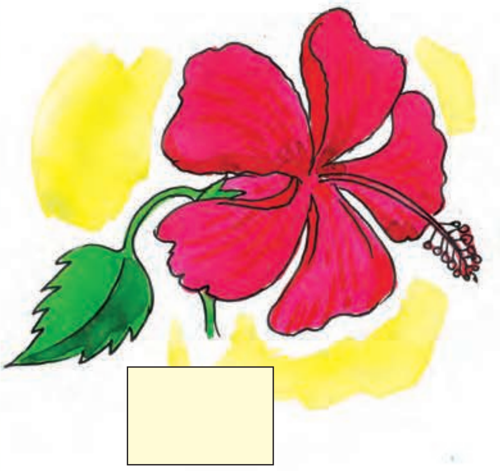

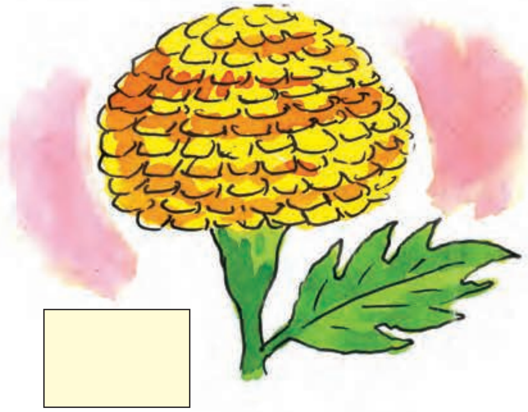

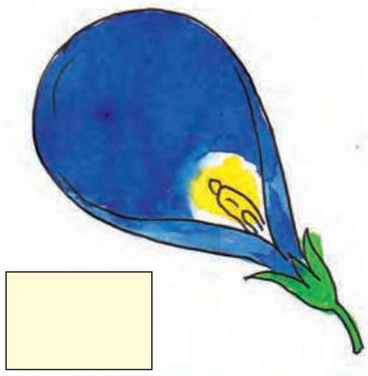

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কোনটি কোন রঙের ফুল তা বলবে। যে ফুলের সুগন্ধ আছে তাতে (✓) চিহ্ন বসাবে। কোনটি কোন ঋতুতে ফোটে তা নিয়ে কথা বলবে। ফুল এবং ঋতুর বিনোদনমূলক খেলাটি খেলবে। যে ফুলগাছটি জলে জন্মায় শিক্ষার্থীরা তার পাশে (✓✓) দেবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক ঐ ফুলটি নিয়ে তাদের সঙ্গে দলগত আলোচনা করবেন। ফুল দেখলে শিক্ষার্থীরা কী ভাবে তা প্রত্যেকে বলার চেষ্টা করবে। এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৮৮ পাতার *দোপাটি* ছড়াটি আবৃত্তি করানো যেতে পারে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বাম দিকের ফুলগুলির সঙ্গে ডানদিকে থাকা তাদের পাপড়ির মিল খুঁজে দাগ দিয়ে জুড়বে। ফুলগুলির নাম বলবে। ফুল মানুষের কী কাজে লাগে, কোন ফুল দিয়ে ঘর সাজানো যায়, শিক্ষার্থীরা কে কত রকমের ফুল দেখেছে তা বলবে। সম্পূর্ণ বিষয়টিতে শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা করবেন। **এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৪২ পাতার *ফুল ফল সবজি শনাক্তকরণ* সক্রিয়তাভিত্তিক কাজটি করানো যেতে পারে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা কোনটি কী ফল তা ছবি দেখে চিনবে। কোনটির স্বাদ কেমন তা বলবে। মিষ্টি ও টক স্বাদের আরও জানা ফলের নাম বলবে। ফলগুলোর বাইরে ও ভেতরে কী কী আছে তা নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক আলোচনা করবেন। তিনি ফল খাওয়ার উপকারিতা নিয়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করবেন। এধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। **এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৪২ পাতার *পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা* সক্রিয়তাভিত্তিক কাজটি করানো যেতে পারে।**

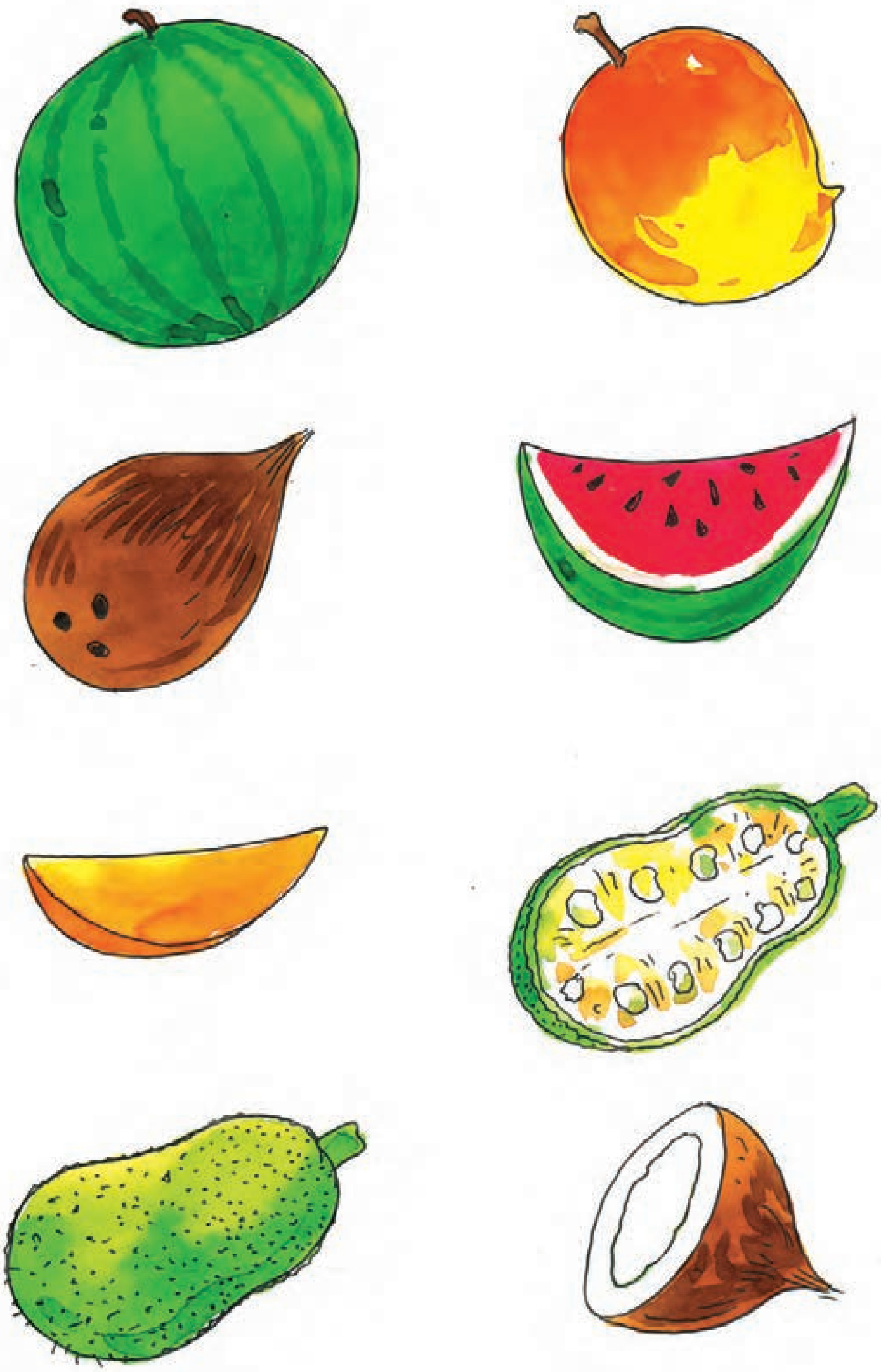

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ফলগুলির সঙ্গে তার কাটা অংশগুলিকে দাগ টেনে মেলাবে। এই ফলগুলির নাম বলবে এবং এই ফলগুলি সম্পর্কে দলগতভাবে যা যা জানে বলবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কোন্ ফল কোন্ ঋতুতে পাওয়া যায় তা জানাবেন। কোন্ ফলের কাটা অংশের রং ও স্বাদ কেমন তা বলতে সাহায্য করবেন। এ ধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। **এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৪২ পাতার *ফুল ফল সবজি শনাক্তকরণ* সক্রিয়তাভিত্তিক কাজটি করানো যেতে পারে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিগুলো দেখে তাদের নাম বলবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা বলার চেষ্টা করবে, এগুলির মধ্যে কোনটি শব্দ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। তাদের পাশে (✓) চিহ্ন বসাবে। যেগুলিতে শব্দ তৈরি হয় না তার পাশে (✕) চিহ্ন বসাবে। এধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

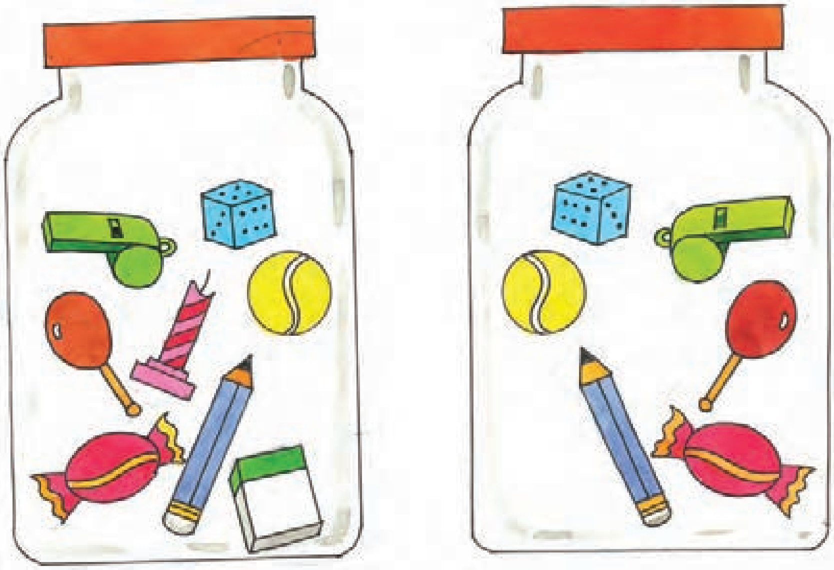

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ওপরের বোতলদুটিতে কী কী আছে প্রথমে তা দেখবে ও বলবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক কোনটি কী কাজে লাগে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রথম বোতলে থাকা কোন কোন জিনিস দ্বিতীয় বোতলে নেই, তা চিহ্নিত করতে বলবেন। নীচের মেলার ছবি দুটিতেও একইভাবে শিক্ষার্থীরা মিল ও অমিলগুলি খুঁজে বার করবে এবং চিহ্নিত করবে।

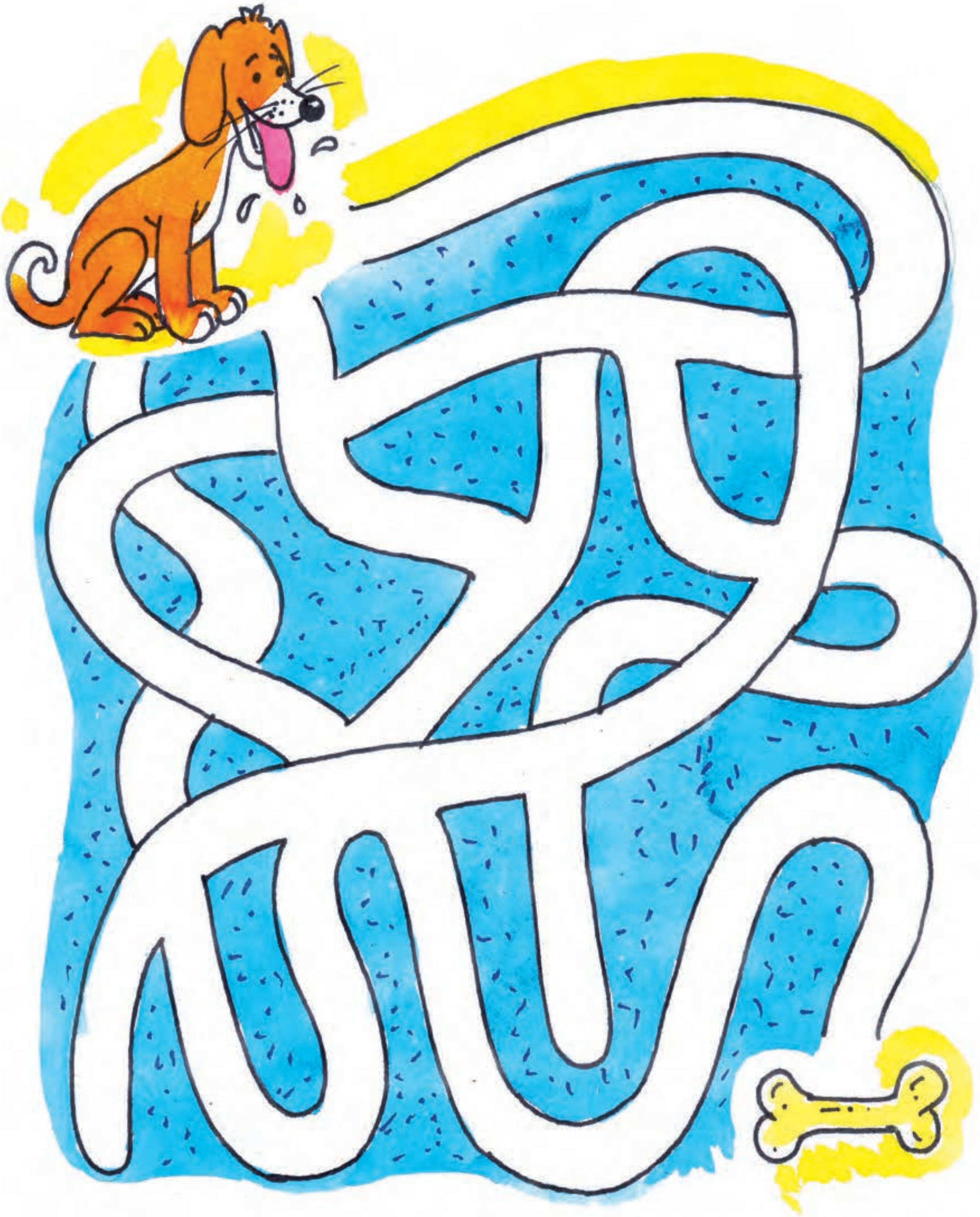

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ওপরের ছবিতে কী কী আছে, তা প্রথমে দেখে বলবে। এরপর কুকুর কোন পথে এগোলে তার পছন্দের খাবারের কাছে পৌঁছাতে পারবে, তা দাগ টেনে দেখাবে। এধরনের আরো অনেক কর্মপত্র শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা বামদিক ও ডানদিকের ছবিগুলিতে কী কী আছে তার নাম বলবে। এরপর বামদিকের একএকটি ছবির সঙ্গে ডানদিকের ছবিগুলিকে সম্পর্ক অনুযায়ী দাগ টেনে যোগ করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক উপরের জিনিসগুলির কী কী কাজে লাগে, কোথায় দেখা যায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। (এরকম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আর কী কী জিনিস হতে পারে তা নিয়ে অনুরূপ কর্মপত্র তৈরি করবেন কিংবা শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে ব্যবহার করবেন)। শিক্ষার্থীরা ছবিগুলির মধ্যে কোনটি জড় ও কোনটি সজীব তা বলবে।

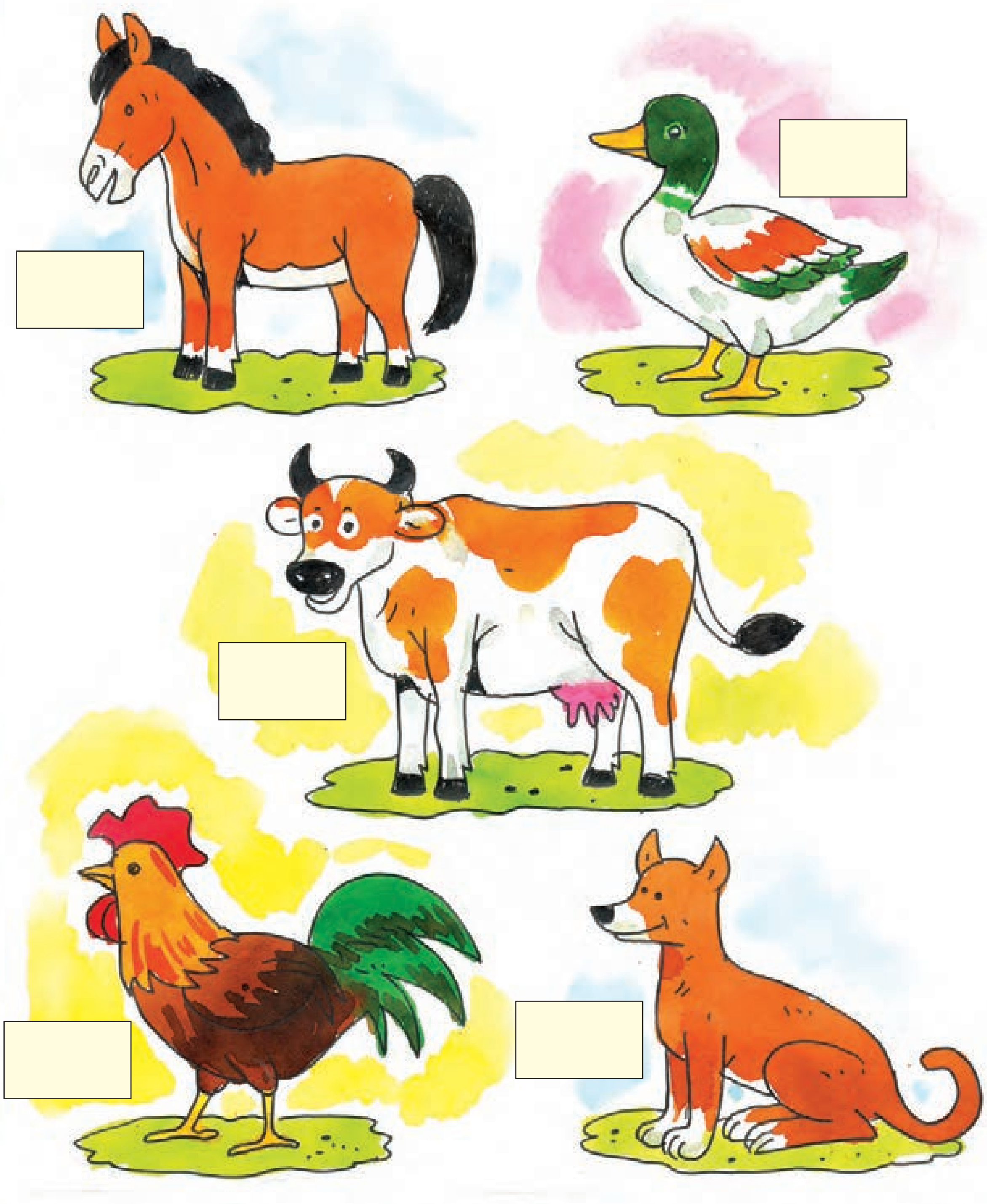

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিতে কোন কোন জন্তু ও পাখি আছে তা প্রথমে দেখে বলবে। এর মধ্যে যাদের চার পা আছে তাদের পাশে (✓✓) চিহ্ন দেবে। যাদের দু পা-ওলা আছে তাদের পাশে (✓) চিহ্ন দেবে। চার পাওলা আরও নানা জন্তুর নাম বলবে। দু পা-ওলা আরও নানা পাখির নাম বলবে। ছবিতে থাকা চার পা-ওলা জন্তুদের মধ্যে পরস্পর ও দু পা-ওলা পাখিদের মধ্যে পরস্পর কী কী মিল ও অমিল আছে, শিক্ষিকা/শিক্ষক তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। **এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৪৫ ও ৪৬ পাতার *‘আমি কে’* খেলাটি খেলা যেতে পারে।**

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা ওপরে কোন কোন প্রাণীর ছবি আছে তার নাম জানবে ও বলবে। এরমধ্যে যারা ডাঙায় থাকে তাদের পাশে (✓✓) চিহ্ন দেবে। আর যারা জলে থাকে তাদের পাশে (✓) চিহ্ন দেবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক বিভিন্ন প্রাণীর, আচরণ, গায়ের রং ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এ প্রসঙ্গে বিহান বইয়ের ৯০ পাতার *স্বপ্নের দেশ* ছড়াটি আবৃত্তি করা যেতে পারে এবং ৪৮ পাতার 'জলের পশুপাখি' সক্রিয়তাভিত্তিক কাজটি করানো যেতে পারে।

শিখন পরামর্শ : শিক্ষার্থীরা উপরের ছবিতে কোন কোন প্রাণী আছে তার নাম বলবে। কোন প্রাণীটি জঙ্গলে থাকে তার পাশে (✓), কোন প্রাণীটির চোখ রাতের বেলা জ্বলজ্বল করে তার পাশে (✓✓) চিহ্ন, কোন প্রাণীটি ঘেউ ঘেউ করে ডাকে তার পাশে (◯) চিহ্ন, কোন প্রাণীটি মাটির উপরে হেঁটে বেড়ায় তার পাশে (▭) চিহ্ন ও কোনটি আকাশে ওড়ে তার পাশে (△) চিহ্ন দেবে।